চাই আলোকিত প্রতিপক্ষ

আমি সম্প্রতি রায়হান সাহেবের বিবর্তনে সংশয়বাদের উপর একটি লেখার প্রত্যুত্তর দিয়েছি। এর মধ্যে মাঝখান থেকে হুট করে জামিলুল বাসার উপস্থিত হয়েছেন তার যথারীতি আগডুম বাগডুম লেখা নিয়ে (দেখুনঃ গড ওয়ারেন বাফেট)। তার লেখার মাথামুন্ডু আগেও বোধগম্য হত না, এখনও নয়। এই ভদ্রলোক কারো লেখা পছন্দ না হলেই তাকে 'ছাইদী' কিংবা 'লাদেন' আখ্যা দেন। অনেক সময় মা-বাপ তুলেও গালি গালাজ করেন (কামরান মির্জাকে একবার করেছিলেন)। এ লেখাও তার ব্যতিক্রম নয়। এ লেখার উত্তর দিতে হলে আমাকেও উনার পর্যায়ে নামতে হবে। জনাব আকাশ মালিক কেন জনাব বাসারকে 'উলংগ সাধু' আখ্যা হিয়েছিলেন, এখন আমি বুঝতে পারছি। বাসার সাহেবের অসংলগ্ন কথাবার্তার কিছু নমুনা দেওয়া যাক।

বাসার সাহেব ধান ভানতে শীবের গীতের মতই তার লেখায় 'ওয়ারেন বাফেট'এর নাম নিয়ে এসেছেন; বলেছেন 'একটি অংশের আংশিকমাত্র ওয়ারেন বাফেট একটি বার পূরণ করায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে **বৈজ্ঞানিক অভিজিৎ বাফেটকে গড বলে বরণ করে নিলেন**।' কি আশ্চর্য! আমার সারা লেখায় একটি বারও কোথাও 'ওয়ারেন বাফেট' নামে কারো নাম উল্লেখ করিনি। সন্দেহমুক্তির জন্য নিজের লেখাই আরেকবার পড়লাম। গায়ে চিমটি কেটেও দেখলাম - ঘুমিয়ে আছি কিনা! বাসার সাহেব বোধ হয় জানেন না যে ব্যবসায়ী Warren Buffett এর সাথে বিবর্তনের কোনই সম্পর্ক নেই। ওয়ারেন বাফেটের সাথে সম্পর্ক আছে আমেরিকার স্টকমার্কেটের। তার মত লোক কি করে আমার লেখার সাথে সম্পর্কিত হল, আর কবে কোথায় আমি তাকে 'গড বলে বরণ' করলাম তা আমার বোধগম্য হল না। তবে Buffett নামের কাছাকাছি একজন প্রাচীন বিবর্তনবাদীর নাম আমি জানি- জর্জ বুঁফো (George Louis Buffon)। তিনি ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষ (১৭০৭-১৭৮৮)। তাহলে কি বাসার সাহেব কি বুঁফোর সাথে বাফেটকে গুলিয়েছেন? আর স্টক মার্কেটের সাথে বিবর্তনকে? স্টক মার্কেট না হয় বাদ দিলাম, বুঁফোর কথাও তো আমার লেখায় কোথাও উল্লেখ করিনি। বূঁফো ছিলেন ডারউইন-পূর্ববর্তী বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী একজন মানুষ; অনেক কিছুই ভুল-ভাল বলেছেন। যেমন তিনি শুয়োরকে মনে করতেন কয়েকটি প্রাণীর মিশ্রণ, গাধাকে মনে করতেন ঘোরার অবক্ষয়, বন মানুষকে মনে করতেন মানুষের অবক্ষয়, ইত্যাদি। উনার সাথে আধুনিক বিবর্তনবাদের কোন সম্পর্ক নেই। আরেজন আছেন বার্নাড বুফ্যা (**Bernard Buffet**)। উনি ফরাসী চিত্র শিল্পী। তার একটি বিখ্যাত শিল্পকর্ম আছে - 'দ্য এন্জেল অব ডেস্ট্রাকশন'। উনিও আমার লেখার সাথে সম্পর্কিত নন। তাহলে? 'বাফেট' আসলো কোথা থেকে? বাফেটকে গড-ই বা বললাম কখন? তারপরও অবশ্য জামিলুল বাসার সম্পর্ক পেতেই পারেন।

যিনি 'ছাইদী' আর 'অভিজিৎ' কে এক করে ফেলেন, তার পক্ষে বাফেট-বুফো-বুফ্যা এগুলো গুলিয়ে ফেলে 'অভিজিতের গড' বানিয়ে দেওয়া অসম্ভব বা বিচিত্র কিছু নয়। এ জন্যই বোধ হয় জনাব মজিবর রহমান তালুকদার তার সাপ্রতিক 'আসলেই কি উনারাও' প্রবন্ধে জামিলুল বাসারকে পাগলা গারদে 'সোহরাওয়ার্দীর দেখা পাগল' -এর সাথে তুলনা করেছেন! প্রদীপ দেবও তার শেষ লেখাটিতে জনাব বাসারের লেখাকে স্রেফ 'পাগলামি' বলেছেন। এখন তো মনে হচ্ছে এই 'পাগলের' সাথে আমার বাৎচিৎ চালিয়ে যাওয়া সত্যই বিপজ্জনক। চালাতে থাকলে নিজেও একদিন ওই পর্যায়ে নেমে যেতে হবে। তাই তার আগেই ক্ষমা-ঘেন্না চেয়ে বিদায় নিচ্ছি। বাসার সাহেবের জয় হোক।

সে তুলনায় প্রতিপক্ষ হিসেবে রায়হান বরং ঢের আকর্ষনীয় আমার কাছে । রায়হানের সাথে তর্ক করলে সম্ভবতঃ নিজেরও কিছু শেখা হবে। আর বোকাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে থাকলে 'হদ্দ-বোকায়' পরিণত হতে হবে শিগ্‌গিরি।

অভিজিৎ
সেপ্টেম্বর ২, ২০০৬